بسم الله الرحمن الرحيم

কানাডার টরেন্টোস্থ বাইতুল ইসলাম মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৮শে অক্টোবর, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাতে সন্তানদের ওয়াকফ্ বা উৎসর্গ করার প্রবনতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। দৈনিকই আমি পিতামাতাদের পক্ষ থেকে পত্র পেয়ে থাকি। কোন কোন দিন সেই চিঠির সংখ্যা ২০ থেকে ২৫ টি পর্যন্ত হয়ে থাকে, যাতে পিতামাতারা তাদের গর্ভে থাকা সন্তানকে ওয়াক্ফে নও তাহ্রিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আবেদন করে থাকেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) যখন এ তাহ্রীকটি করেছিলেন তখন প্রথমে এটি কোন স্থায়ী তাহ্রীক ছিল না, পরে এটিকে তিনি (রাহে.) স্থায়ী করেছেন। আর প্রতিটি দেশের জামাতে বিশেষ করে মায়েরা এ তাহ্রীকের অধীনে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন। আজ থেকে বার-তের বছর পূর্বে ওয়াকফীনে নও-এর সংখ্যা ২৮ হাজারের অধিক ছিল আর এ দিকে জামাতের সদস্যদের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ার ফলে এখন এ সংখ্যা প্রায় ৬১ হাজারের মত। যাদের মধ্যে ৩৬ হাজারের অধিক ছেলে এবং বাকিরা মেয়ে। অর্থাৎ কালের প্রবাহে স্বীয় সন্তানকে জন্মের পূর্বে উৎসর্গ করার প্রবনতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু সন্তানদের কেবল উৎসর্গ করেই পিতামাতার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না বরং পূর্বাপেক্ষা দায়িত্ব আরো বেড়ে যায়। নিঃসন্দেহে একজন আহমদী শিশুর তরবিয়্যত বা সুশিক্ষার দায়িত্ব পিতামাতার উপর ন্যস্ত আর পিতামাতা সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন, তাদের জাগতিক শিক্ষা, তরবিয়্যত এবং ধর্মীয় শিক্ষাও দিতে চান, যদি পিতামাতার মাঝে ধর্মের প্রতি আকর্ষণ থাকে। কিন্তু এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, সকল শিশু বিশেষ করে ওয়াক্ফে নও শিশু পিতামাতার কাছে জামাতের আমানত। তাদের তরবিয়ত বা সুশিক্ষা দেয়া এবং তাদেরকে জামাত ও সমাজের উৎকৃষ্ট অংশে পরিণত করা পিতামাতার গুরুদায়িত্ব। কিন্তু ওয়াক্ফে নও শিশু সন্তানের সুশিক্ষা, তাদের ধর্মীয় ও জাগতিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করা এবং তাদেরকে উত্তমরূপে প্রস্তুত করে জামাতের হাতে অর্পণ করা এ দৃষ্টিকোন থেকেও দায়িত্ব হিসেবে বর্তায় যে, সন্তানের জন্মের পূর্বেই পিতামাতা যে অঙ্গীকার করে, 'আমাদের ঘরে ছেলে বা মেয়ে যা-ই জন্ম নিক না কেন আমরা তাকে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র ধর্মের জন্য এবং মহানবী (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ দাসের সেই মিশনের পূর্ণতার জন্য উৎসর্গ করব, যা সত্য প্রচারের পূর্ণতা সাধনের মিশন, যা ইসলামী শিক্ষাকে বিশ্বের বুকে প্রচার ও প্রসারের মিশন, যা আল্লাহ্র অধিকার প্রদানের প্রতি জগদ্বাসীর মনোযোগ নিবদ্ধ করানোর মিশন এবং যা পরস্পরের অধিকার প্রদান সংক্রন্ত ইসলামের শিক্ষাকে পৃথিবীর প্রতিটি স্তর ও ব্যক্তি পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছানোর মিশন।' কাজেই এটি সামান্য কোন দায়িত্ব নয়, যা ওয়াক্ফে নও সন্তানের পিতামাতা, বিশেষ করে মা তার অনাগত সন্তান জন্মগ্রহণের পূর্বেই আল্লাহ্ তা'লার সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে তাঁর সমীপে নিবেদন করেন। আর তারা যুগ খলীফাকে লিখেও থাকেন, আমরা আমাদের সন্তানকে হযরত মরিয়ম-এর মায়ের মত আল্লাহ্র সাথে এ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে ওয়াক্ফে নও স্কিমের অধিনে পেশ করছি যে, رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ। (সূরা আলে ইমরান, ৩৬) অর্থাৎ হে আমার প্রভূ-প্রতিপালক! যা কিছু আমার গর্ভে আছে আমি

তা তোমার জন্য উৎসর্গ করছি। জানি না কী হবে, ছেলে নাকি মেয়ে? কিন্তু যা-ই হোক আমার বাসনা ও দোয়া হল, সে যেন ধর্মের একজন একনিষ্ঠ সেবক হয়। فَتَقَبَّلْ مِنِّي তুমি আমার এ বাসনা ও দোয়া কবুল কর এবং তাকে গ্রহণ কর। إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ নিশ্চয়ই তুমি সর্বোশ্রোতা এবং সর্বোজ্ঞানী। অতএব, তুমি আমার বিনীত দোয়া কবুল কর। আমি জানি, এ দোয়া আমার হৃদয় থেকে উদ্ভূত ধ্বনি। সন্তানকে ওয়াক্‌ফ করার পূর্বেই মায়েদের এ বাসনা থাকে আর সন্তানকে ওয়াকফ করার সময় একজন আহমদী মায়ের ক্ষেত্রে এমনই হওয়া উচিত। আর পিতাও এতে অন্তর্ভূক্ত থাকেন। অতএব, ওয়াক্‌ফে নও-এ অন্তর্ভূক্তকারীণী মায়েরা যেখানে এরূপ দোয়া করেন সেখানে সেই সব দায়িত্বের চেতনাও তাদের মাঝে থাকা উচিত যা এই অঙ্গীকার পূর্ণ করা এবং এই দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য পিতামাতার উপর ন্যস্ত হয়। পিতামাতা উভয়ের সিদ্ধান্তের পর সন্তান ওয়াক্‌ফে নও-এর অন্তর্ভূক্ত হয়। আল্লাহ্ তা'লা এ দোয়া কোন কাহিনী শোনানোর জন্য কুরআন করীমে সংরক্ষণ করেন নি। বরং এ দোয়া খোদার দৃষ্টিতে এতটা পছন্দনীয় এবং এটিকে এজন্য সংরক্ষণ করেছেন যে, ভবিষ্যত প্রজন্মের মায়েরাও এ দোয়ার প্রেরণায় নিজেদের সন্তানকে ধর্মের স্বার্থে অসাধারণ ত্যাগী হিসেবে প্রস্তুত করবেন। যদিও সকল মুমিনই ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেয়ার অঙ্গীকার করে থাকেন কিন্তু যারা ওয়াক্‌ফ করে তাদেরকে এসব মানদন্ডের চরম মার্গে উপনীত হওয়া উচিত। অতএব, মাতাপিতারা যদি শুরু থেকেই সন্তানদের মাথায় এ কথা গেঁথে দেন যে, তোমরা ওয়াকফ বা জীবন উৎসর্গকারী আর আমরা তোমাদেরকে শুধুমাত্র ধর্মের সেবার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলাম তাই তোমাদের জীবনের উদ্দেশ্য এটিই হওয়া উচিত। একই সাথে তারা যদি দোয়াতে রত থাকেন তবে সন্তানেরা এ চিন্তা চেতনার সাথে বড় হবে যে, তাদেরকে ধর্মসেবা করতে হবে। এই মন-মানসিকতা নিয়ে বড় হবে না যে, আমরা বড় হয়ে ব্যবসায়ী হব, খেলোয়াড় হব বা অমুক বিশেষ বিভাগে কাজ করব অথবা অমুক পেশা অবলম্বন করব। বরং তারা জিজ্ঞেস করবে, আমি একজন ওয়াক্‌ফে নও, জামাত বা যুগ-খলীফা আমাকে অবহিত করুন, আমি কোন্ কর্মপথ অবলম্বন করব, বস্তুজগত নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যথা নেই। আমার মা আমার জন্মের পূর্বেই যে অঙ্গীকার করেছিলেন এবং যে সব দোয়া তিনি আমার জন্মের পূর্বে করেছিলেন আর এরপর এমন ভাবে আমার তরবিয়্যত করেছেন যে, আমি যেন বস্তুজগতের পরিবর্তে ধর্মের অনুসন্ধানী হই। আমি সৌভাগ্যবান, কেননা আমার মায়ের দোয়া আল্লাহ্ তা'লার দরবারে গৃহীত হয়েছে এবং আমার সুশিক্ষার জন্য আমার মা যে প্রচেষ্টা করেছেন সেটিকে আল্লাহ্ তা'লা ফলপ্রদ করেছেন। এখন আমি কোন জাগতিক লোভ, লিপ্সা এবং বাসনার বশবর্তী না হয়ে সম্পূর্ণরূপে ধর্মের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করছি। ১৫ বছর বয়সে নিজেদের ওয়াক্‌ফের নবায়ন করার সময় ওয়াক্‌ফে নওদের প্রথমে এ চিন্তা চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো প্রয়োজন। এ জন্য আমি সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনাকে দিক-নির্দেশনা দিয়ে রেখেছি, তাদের ১৫ বছর বয়স হলে তাদের কাছ থেকে আপনারা যথারীতি এ লিখিত নিন যে, 'তারা ওয়াকফ থাকবে এবং ওয়াক্‌ফ অব্যাহত রাখতে চায়।' পুনরায় ২০ বা ২১ বছর বয়সে যখন তাদের পড়াশোনা শেষ হয়ে যায় তখন যারা জামেয়াতে ভর্তি হয়নি এমন সবার জন্য আবশ্যক তারা যেন পুণারায় এ অঙ্গীকারটি নবায়ন করে। এরপর কাউকে যদি বলা হয়, কোন বিভাগে প্রশিক্ষণ নাও তবে পুণরায় তাদের কাছ থেকে লিখিত নিন। এক কথায় প্রতিটি স্তরে ওয়াক্‌ফে নওদের উচিত তারা যেন তাদের আন্তরিক বাসনা অনুসারে স্বীয় ওয়াক্‌ফ অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার নবায়ন করে। এ সম্পর্কে

ইতিপূর্বেও আমি বেশ কয়েকবার বিস্তারিত বলেছি। কোন ওয়াক্‌ফে নও ছেলে বা মেয়ের মন-মানসিকতা এটি হওয়া উচিত নয় যে, আমি যদি ওয়াক্‌ফ করি তবে আমাদের জীবিকার কী হবে? অথবা কোন ছেলে বা মেয়ের মাথায় যদি এ কুমন্ত্রণা জন্মে যে, আমরা পিতামাতার আর্থিক বা অন্য সব দৈহিক সেবা কিভাবে করব? সম্প্রতি এখানে ওয়াক্‌ফে নওদের সাথে আমার ক্লাস ছিল, আর এক ছেলে প্রশ্ন করেছে, আমরা যদি ওয়াক্‌ফ করে জামাতের সেবায় পুরো সময় অতিবাহিত করি তবে পিতামাতার আর্থিক বা দৈহিক সেবা কিভাবে করতে সক্ষম হব? এ প্রশ্ন মাথায় দানা বাধার অর্থ পিতামাতা শৈশব থেকেই তাদের ওয়াক্‌ফে নও সন্তানদের হৃদয়ে এ কথা গ্রথিত করেন নি যে, আমরা তোমাকে (আল্লাহ্‌র পথে) উৎসর্গ করেছি, এখন তুমি আমাদের কাছে শুধু জামাতের আমানত স্বরূপ রয়েছ। তোমাদের অন্যান্য ভাইবোন আমাদের সেবা করবে। তুমি নিজেকে যুগ খলীফার সমীপে সম্পূর্ণরূপে সমর্পন করবে এবং তাঁর নির্দেশ অনুসারে চলবে। হযরত মরিয়ম-এর মায়ের দোয়াতে, 'মুহার্‌রারান' যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তার অর্থ হল, এ সন্তানকে আমি জাগতিক দায়িত্বাবলী থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি দিয়েছি। আর আমি দোয়া করি, শতভাগ ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করাই যেন তার জীবনের ব্রত হয়।

অতএব, সেই সব মা এবং পিতাকে আমি সর্ব প্রথম বলতে চাই যে, শুধু 'ওয়াক্‌ফে নও' নাম ধারণ করাই যথেষ্ট নয়। বরং ওয়াকফ হল একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের নাম। একজন ওয়াক্‌ফে নও-এর যৌবনে উপনীত হওয়া পর্যন্ত প্রথমে পিতামাতার এবং পরে তার নিজের উপর এ দায়িত্বটি বর্তায়। জাগতিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত কোন কোন ছেলেমেয়ে বাহ্যত অনেক উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে নিজেকে ওয়াকফ করে কিন্তু পরে যে দৃষ্টান্ত সামনে এসেছে তা হল, জামাত যে ভাতা বা বেতন দেয় তাতে তাদের চলে না তাই তারা ওয়াকফ ছেড়ে চলে যায়। একটি মহান উদ্দেশ্য সফল করতে হলে কষ্ট সহ্য এবং কুরবাণী তো করতেই হয়।

কাজেই শৈশবেই যদি এ সব ওয়াক্‌ফ ছেলেমেয়ের মন-মস্তিষ্কে কথা গ্রথিত করে দেয়া হয়, জীবন উৎসর্গ করার চেয়ে বড় কিছুই আর নেই। 'আমার অমুক সহপাঠী আমার সমপর্যায়ের শিক্ষা অর্জন করে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করছে আর আমি পুরো মাসে তার একদিনের সমপরিমাণ আয় করতে পারি না।'-জাগতিক দৃষ্টিকোন থেকে অন্যদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এরূপ চিন্তা করার পরিবর্তে এমন চিন্তা থাকা উচিত যে, আল্লাহ্‌ আমাকে যে মর্যাদা দান করেছেন তা জাগতিক অর্থবিত্তের তুলনায় অনেক উচ্চ মার্গের।

মহানবী (সা.)-এর এ উক্তিকে সামনে রাখুন যে, জাগতিক সহায়-সম্পত্তির দৃষ্টিকোণ থেকে তোমার চেয়ে অস্বচ্ছল ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি দাও আর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোন থেকে তোমার চেয়ে উচ্চ মার্গের ব্যক্তিকে দেখ, যেন জাগতিক প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে আধ্যাত্মিক প্রতিযোগিতায় অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা কর।
অতএব, যে সব ওয়াক্‌ফে নও ছেলেমেয়ে বিশেষ করে যারা তাদের পড়াশোনা শেষ করেছে, তারা নিজেরাও যেন তাদের বাহ্যিক, জাগতিক এবং আর্থিক অবস্থার উন্নতির কথা চিন্তা করার পরিবর্তে আধ্যাত্মিকতায় উন্নতির চেষ্টা করে।

হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.) তো সকল আহমদীর কাছে এ প্রত্যাশাই রাখেন যে, তার মান যেন অতীব উচ্চ হয়। অতএব, সেই ব্যক্তিকে এসব মানে উপনীত হওয়ার জন্য কতটা চেষ্টা করা উচিত যাকে তার পিতামাতা তার জন্মের পূর্বেই ধর্মের জন্য উৎসর্গ করেছেন আর তার জন্য দোয়াও করেছেন!

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমার জামাতকে ওসীয়্যত করা এবং তাদের কাছে এ কথা পৌঁছে দেয়াকে আমি আমার দায়িত্ব মনে করি যে, ভবিষ্যতে এটি শোনা বা না শোনার ক্ষেত্রে তারা সবাই স্বাধীন। অর্থাৎ যদি কেউ পরিত্রাণ চায় এবং পবিত্র জীবন ও চিরস্থায়ী জীবনের সন্ধানী হয়ে থাকে তবে সে যেন আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করে। আর সবাই যেন এ মর্যাদা অর্জনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা এবং গভীর ভাবনায় নিয়োজিত হয়, যেন সে বলতে পারে, আমার জীবন, আমার মৃত্যু, আমার কুরবাণী এবং আমার নামায এ সবই শুধু আল্লাহ্ তা'লার জন্য। আর হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর মত তার আত্মাও যেন উদাত্ত ঘোষণা দিয়ে বলে উঠে, أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ অর্থাৎ আমি তো আমরা প্রভূ-প্রতিপালক আল্লাহ্র দরবারে আত্মসমর্পন করে ফেলেছি।

হুযূর (আ.) বলেছেন, যতক্ষণ না মানুষ খোদার সত্তায় নিজেকে বিলীন করবে এবং খোদার জন্য মৃত্যুকে বরণ করবে, সে সেই জীবন লাভ করতে পারে না। অতএব, তোমরা যারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখ তারা প্রতিনিয়তই দেখছ, খোদার জন্য জীবন উৎসর্গ করাকে আমি আমার জীবনের মূল এবংপ্রকৃত উদ্দেশ্য মনে করি। এটিই হল ভিত্তি আর এটিই হল উদ্দেশ্য। তোমরা নিজেদের খতিয়ে দেখ, তোমাদের মাঝে এমন কয়জন আছে যারা আমার এ কাজকে নিজেদের জন্য পছন্দ করে আর খোদার সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করাকে পছন্দ করে।

অতএব, ওয়াক্ফে নওদের উচিত এ মর্যদা অর্জনের ক্ষেত্রে সাধারণ আহমদীদের তুলনায় অধিক চেষ্টা করা। ওয়াকফে নও ছাড়া অন্যরাও ধর্মের জন্যে জীবন উৎসর্গ করে, তবে সবার জন্য জীবন উৎসর্গ করাও সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তা'লা এটিও বলেছেন যে, তোমাদের একটি দল এমন হওয়া উচিত যারা ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করে ফিরে যাবে আর স্ব জাতিকে সে বিষয়ে অবহিত করবে।

মানুষ জাগতিক কাজকর্মেও লিপ্ত থাকে কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, জাগতিক কাজ করার সময়ও খোদাভীতি এবং ধর্ম প্রাধান্য পাওয়া উচিত। ওয়াক্ফে নওদের উচিত তাদের স্বল্পে তুষ্ট থাকার মান এবং কুরবানীর মানকেও অনেক উন্নত করা। এটি ভাবা উচিত নয় যে, আর্থিক দৃষ্টিকোন থেকে দুর্বল হলে আমাদের ভাইবোনেরা আমাদের তুচ্ছ জ্ঞান করবে বা পিতামাতা আমাদের প্রতি সেভাবে মনোযোগ দিবেন না যেভাবে অন্যদের প্রতি দেন।প্রথমতঃ পিতামাতার মাথায় কখনোই এমন ধারনার উদয় হওয়া উচিত নয় যে, ওয়াক্ফে জিন্দেগীর মান নিম্ন। বরং তাদের দৃষ্টিতে ওয়াক্ফে জিন্দেগীর মান ও মর্যাদা অন্যদের তুলনায় অনেক উর্ধ্বে থাকা উচিত। কিন্তু যারা জীবন উৎসর্গ করে তাদের উচিত নিজেদেরকে সর্বদা পৃথিবীর সবচেয়ে বিনয়ী বা তুচ্ছ মানুষ জ্ঞান করা।

ওয়াক্ফে নওদের কুরবাণী বা ত্যাগের মান যেমন উন্নত করা উচিত তেমনি নিজেদের ইবাদতের মানকেও উন্নত করতে হবে, স্বীয় বিশ্বস্ততার মান উন্নত করতে হবে। নিজের এবং পিতামাতার অঙ্গীকার রক্ষার জন্য নিজের সকল শক্তি-সামর্থ এবং যোগ্যতাকে ধর্মের জন্য কাজে লাগানোর চেষ্টা করা উচিত, ধর্মের নাম সমুন্নত রাখার জন্য সচেষ্ট থাকা উচিত আর তখনই আল্লাহ্ তা'লা তাঁর স্বীয় দানে ভূষিত করেন। আল্লাহ্ তা'লা কাউকে প্রতিদান থেকে বঞ্চিত রাখেন না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার বিশ্বস্ততার সাথে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার বিষয়ে নসিহত করতে গিয়ে বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে এ কারণেই হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর প্রশংসা করেছেন। যেমন তিনি বলেন, وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ। অর্থাৎ তিনি যে অঙ্গীকার করেছেন তা রক্ষা করেছেন। (সূরা আন্ নজম: ৩৮) অতএব, অঙ্গীকার পূর্ণ করা সামান্য কোন বিষয় নয়। ওয়াক্ফে জিন্দেগীর অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আকুতিপূর্ণ কথা আমরা শুনেছি, কত মহান অঙ্গীকার এটি। সকল ওয়াক্ফে নও ছেলে এবং মেয়ে যদি নিজেদের এ অঙ্গীকার বিশ্বস্ততার সাথে পূর্ণ করে তবে আমরা পৃথিবীতে একটি বিপ্লব আনয়ন করতে পারি। কতক যুবক-যুবতী দম্পতি আমার কাছে আসে এবং বলে, আমি ওয়াক্ফে নও, আমার স্ত্রী ওয়াক্ফে নও এবং আমার সন্তানও ওয়াক্ফে নও। অথবা মা বলে, আমি ওয়াক্ফে নও, পিতাও বলে, আমি ওয়াক্ফে নও আর আমাদের সন্তানও ওয়াক্ফে নও। এটি নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় কথা কিন্তু জামাত এর সত্যিকার কল্যাণ তখনই লাভ করবে যখন বিশ্বস্ততার সাথে নিজেদের ওয়াক্ফের অঙ্গীকার রক্ষা করবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর প্রেক্ষাপটে বিশ্বস্ততার বিষয়টিকে অন্যত্র এক স্থানে আরো সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন এবং এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, খোদার নৈকট্য অর্জনের পথ হল, খোদার জন্য যেন নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করা হয়, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা হয় এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে তোমাদের বিশ্বস্ততা যেন সত্য সাব্যস্ত হয়। হযরত ইব্রাহীম (আ.) খোদা তা'লার যে নৈকট্য অর্জন করেছেন এর কারণও এটিই ছিল। যেমন তিনি বলেন, وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ। অর্থাৎ ইনি-ই হলেন সেই ইব্রাহীম যিনি বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ্র সাথে বিশ্বস্ততা, নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা প্রদর্শন, এক মৃত্যুর দাবি রাখে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এ বস্তুজগত আর এর সমস্ত ভোগবিলাস ও মোহকে পদদলিত করার জন্য প্রস্তুত না হয় এবং সকল প্রকার লাঞ্ছনা-গঞ্জনা এবং দুঃখ-কষ্ট খোদার খাতির সহ্য করতে প্রস্তুত না হবে, এ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হতে পারে না। প্রতীমা পূজা কেবল কোন বৃক্ষ বা পাথরকে পূজা করাকে বলে না বরং প্রতিটি এমন বস্তু যা খোদার নৈকট্যের পথে বাদ সাধে আর তাঁর উপর প্রাধান্য পায় সেটি প্রতীমা আর মানুষ তার নিজের ভিতর এত প্রতীমা রাখে যে, সে বুঝতেই পারে না, 'আমি এত-শত প্রতীমার পূজা করছি।' আজকের যুগে কোথাও নাটক, কোথাও ইন্টারনেট, কোথাও জাগতিক আয়-উপার্জন প্রতীমার ভূমিকা পালন করছে, কোথাও অন্য কামনা-বাসনা মূর্তি এবং প্রতীমা সেজে বসে আছে। তিনি (আ.) বলেন, মানুষ জানেই না যে সে প্রতীমা পূজায় লিপ্ত অথচ ভিতরে ভিতরে সে আসলে প্রতীমা পূজা করছে। তিনি (আ.) বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আন্তরিকভাবে খোদার না হবে আর তাঁর পথে সকল সমস্যা মাথা পেতে নেয়ার জন্য প্রস্তুত না হবে ততক্ষণ সেই নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হওয়া কঠিন। তিনি (আ.) বলেন, ইব্রাহীম (আ.) যে উপাধি লাভ করেছেন এটি কি এত সহজেই লাভ হয়েছে? না, মোটেই না। وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ ধ্বনি তখন এসেছে যখন তিনি সন্তানকে উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা সৎকর্ম চান এবং সৎকর্মে তিনি সন্তুষ্ট হন আর দুঃখ বরণের মাধ্যমেই সৎকর্ম করার তৌফিক লাভ হয়। অর্থাৎ মানুষকে সৎকর্মের জন্য, আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করে এমন কাজের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, নিজেকে কষ্টের মুখে ঠেলে দিতে হয়। তিনি বলেন, মানুষ সব সময় দুঃখে নিমজ্জিত থাকে না। সৎকর্ম সম্পাদনের জন্য দুঃখ

স্বীকার করতে হয়ে এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু সব সময় মানুষ দুঃখে নিমজ্জিত থাকে না। তিনি (আ.) বলেন, তবে মানুষ যখন খোদার জন্য দুঃখ বরণে প্রস্তুত হয়ে যায় তখন আল্লাহ্ তা'লা তাকে দুঃখে নিপতিত করেন না। ইব্রাহীম (আ.) যখন আল্লাহ্ তা'লার আদেশ পালনের জন্য স্বীয় পুত্রকে জবাই করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন এবং পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহন করেন তখন খোদা তা'লা তার সন্তানকে রক্ষা করেন। ছেলের জীবনও রক্ষা পায় আর পিতা হয়ে ছেলেকে জবাই করার ফলে যেই কষ্ট হওয়ার ছিল সেই কষ্ট থেকেও তিনি রক্ষা পেয়েছেন। তিনি বলেন, ইবরাহীম (আ.) আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। কিন্তু আগুন তাঁর উপর কোন প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয় নি। তিনি বলেন, মানুষ যদি আল্লাহ্ তা'লার পথে কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত হয়ে যায় তবে আল্লাহ্ তা'লা দুঃখ-কষ্ট থেকে রক্ষা করেন।

অতএব, এই হল খোদার স্নেহভাজন হওয়ার এবং তাঁর কৃপাভাজন হওয়ার মানদন্ড, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন, আর আমাদের কাছে এটি অর্জনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। এই মানে উপনীত হওয়ার জন্য শুধু সকল ওয়াক্‌ফে নও-ই চেষ্টা করবে না বরং সকল ওয়াক্‌ফে জিন্দেগীকেও এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, কুরবানীর মান উন্নত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের জীবন উৎসর্গ করার দাবি অন্তঃসার শূন্য প্রমানিত হবে। কোন কোন মা বলে থাকেন, আমরা কানাডায় স্থানান্তরিত হয়েছি, আমাদের ছেলে পাকিস্তানে জামাতের মুরুব্বী বা ওয়াক্‌ফে জিন্দেগী, তাকেও এখানে ডেকে পাঠান এবং এখানেই তাকে দায়িত্বে নিয়োজিত করে দিন, যেন তারা আমাদের কাছে আসতে পারে। জীবন উৎসর্গ করার পর এটি আবার কোন ধরণের দাবি এবং কোন ধরণের আকাঙ্খা? কামনা-বাসনার তো পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

যেমনটি আমি বলেছি, ওয়াক্‌ফে নও-এ অন্তর্ভুক্ত করার প্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, এটি খুব ভালো কথা। এই প্রবণতাকে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য দৃঢ় করুন। এমন হওয়া উচিত নয় যে, অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে স্বীয় অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে দুর্বলতা দেখাবেন বা তা ভঙ্গ করবেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, দুঃখ ছাড়া, কষ্ট সহ্য করা ছাড়া কুরবানী হয় না। অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে তা সহ্য করতে হবে, বিশেষ করে যারা নিজেদেরকে ওয়াকফ করেছে অথবা যাদের পিতামাতা স্বীয় সন্তানকে ওয়াকফ করেছেন এবং পরে তারা নিজেরাও এর নবায়ন করেছে অর্থাৎ আমরা আমাদের ওয়াক্‌ফের অঙ্গীকারে অটল থাকব। যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, মানুষ যখন খোদার জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয়ে যায় তখন খোদা তা'লা স্বীয় দানে ভূষিত করেন, তাদেরকে তিনি খালি হাতে রাখেন না। অশেষ ও অঢেল দানে ভূষিত করেন। খোদা তা'লা সকল ওয়াক্‌ফে নও এবং তাদের পিতামাতাকেও ওয়াক্‌ফের প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করে স্বীয় অঙ্গীকার রক্ষা করার আর স্বীয় বিশ্বস্ততার মানকেও যেন তারা উচ্চ থেকে উচ্চতর করতে পারেন, সেই তৌফিক দিন।

সংক্ষেপে কিছু প্রশাসনিক বিষয় এবং জীবন উৎসর্গকারীদের কর্মপন্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কিছু কিছু লোক প্রশ্ন তুলে, কোন কোন ওয়াক্‌ফে নও-এর মাথায় এ ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে, তাদের আলাদা একটি পরিচিতি রয়েছে। অবশ্যই তাদের একটি পৃথক পরিচিতি আছে কিন্তু এর পাশাপাশি তাদের সাথে স্বতন্ত্র কোন বিশেষ আচরণ করা হবে না বরং এ পরিচিতির সুবাদে তাদের ত্যাগের মান উন্নত করতে হবে। কোন কোন ব্যক্তি তাদের ওয়াক্‌ফে নও সন্তানের মাথায় এ কথা গেঁথে দেয় যে, তোমরা বিশেষ সন্তান। এর ফলে বড়

হয়েও তাদের মাথায় এ ধারণাই বদ্ধমূল থাকে যে, আমরা স্পেশাল। এখানেও এ ধরণের কথা আমার কর্ণগোচর হয়েছে। এমন ধ্যান ধারণা ওয়াক্‌ফের চেতনা ও মর্মকে খাটো করে আর 'ওয়াক্‌ফ' উপাধি লাভ করাকেই তারা জীবনের মূল উদ্দেশ্য মনে করে অর্থাৎ আমরা স্পেশাল। আবার কারো কারো মাথায় এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, আমরা যেহেতু ওয়াক্‌ফে নও তাই মেয়ে হলে নাসেরাত ও লাজনা এবং ছেলে হলে আতফাল ও খোদ্দামের অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার প্রয়োজন নেই। আমাদের সংগঠন পৃথক ও স্বতন্ত্র একটি সংগঠন। এ ধারণা যদি কারও মাথায় থাকে তবে তা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত ধারণা। জামাতের কর্মকর্তা, এমনকি আমীরও বয়সের নিরীখে সংশ্লিষ্ট অঙ্গসংগঠনের সদস্য হয়ে থাকেন। তাই সকল ওয়াক্‌ফে নও ছেলে এবং মেয়ের স্মরণ রাখা উচিত, তারা তাদের বয়সের নিরিখে স্ব-স্ব সংগঠনের সদস্য এবং তাদের অনুষ্ঠানমালায় অংশ নেয়া তাদের জন্য আবশ্যক। যারা অংশ নেয় না তাদের সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের প্রেসিডেন্টের রিপোর্ট করা উচিত। সেই ওয়াক্‌ফে নও যদি সংশোধন না হয় তবে এমন সব ছেলেমেয়ে অথবা যুবককে ওয়াক্‌ফে নও-এর স্কীম থেকে বহিষ্কার করা হবে। হ্যাঁ, যদি কোন জামাতী অনুষ্ঠান থাকে, ওয়াক্‌ফে নও বা অংগ সংগঠনের অনুষ্ঠান থাকে, তবে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে এমন সময় নির্ধারণ করা যেতে পারে, অংগসংগঠনগুলো তাদের অনুষ্ঠান কখন করবে এবং ওয়াক্‌ফে নও কখন তাদের অনুষ্ঠান করবে, কিন্তু সাংঘর্ষিক কোন দৃষ্টান্ত যেন সামনে না আসে। তাই এ বিষয়টি বিশেষভাবে দৃষ্টিতে রাখতে হবে। যেভাবে আমি বলেছি, ওয়াক্‌ফে নও অবশ্যই স্পেশাল। কিন্তু বিশেষত্বের অধিকারী হওয়ার জন্য তাদের প্রমাণ করতে হবে, কী প্রমাণ করতে হবে? প্রমাণ করতে হবে, খোদার সাথে সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে তারা অন্যদের তুলনায় অগ্রগামী আর তখনই তারা বিশেষত্বের অধিকারী বলে আখ্যায়িত হবে। তাদের মাঝে খোদাভীতি যদি অন্যদের চেয়ে বেশি হয় তবেই তারা স্পেশাল আখ্যায়িত হবে। তাদের ইবাদতের মান যদি অন্যদের তুলনায় অনেক উন্নত হয় তবেই তারা স্পেশাল বা বিশেষ বলে গন্য হবে। তারা ফরযের পাশাপাশি নফলও যদি আদায় করে তবেই তারা স্পেশাল আখ্যায়িত হবে। তাদের সার্বিক চরিত্রের মান অত্যন্ত উন্নত মানের হওয়া চাই এটি স্পেশাল হওয়ার একটি লক্ষণ। তাদের কথাবার্তা আচার-আচরণ অন্যদের থেকে পৃথক হওয়া উচিত, যাতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, তারা বিশেষভাবে তরবিয়্যতপ্রাপ্ত এবং ধর্মকে সর্বাবস্থায় জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দানকারী মানুষ তবেই তারা স্পেশাল হবে। মেয়ে হলে তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ এবং পর্দা সঠিক ইসলামী শিক্ষার আদলে হওয়া উচিত যা দেখে অন্যরাও ঈর্ষা করে এ কথা বলতে বাধ্য হবে যে, সত্যিই এ সমাজে বসবাস করা সত্ত্বেও তাদের পোষাক ও পর্দা অসাধারণ এক নমুনা বহন করে, তখন এরা স্পেশাল হবে। ছেলে হলে, তাদের দৃষ্টি লজ্জাবনত থাকবে এবং এদিক-সেদিক অনর্থক ও বাজে কাজের প্রতি দৃষ্টি না দিলে তখন স্পেশাল হবে। ইন্টারনেট এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বৃথা ও বাজে জিনিস দেখার পরিবর্তে সেই সময় ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনে ব্যয় করলে তখন স্পেশাল গন্য হবে। ছেলেদের চেহারা-সুরত যদি অন্যদের চেয়ে স্বতন্ত্র প্রমাণ করে তবেই তারা স্পেশাল বলে গন্য হবে। প্রতিদিন যদি কুরআনের তিলাওয়াত করে এবং এর বিধি-নিষেধ অন্বেষণ করে সে অনুযায়ী আমল করে, তবে এমন ওয়াক্‌ফে নও ছেলেমেয়েরা স্পেশাল আখ্যায়িত হতে পারে। অঙ্গ সংগঠন এবং জামাতী অনুষ্ঠানে যদি অন্যদের চেয়ে অধিকহারে এবং নিয়মিত অংশগ্রহণ করে তবে তারা স্পেশাল। পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার এবং তাদের জন্য দোয়ার ক্ষেত্রে অন্য ভাইবোনের চেয়ে যদি অধিক

মনোযোগী থাকে তবে এটি তাদের বিশেষত্ব। বিয়ের সময় ছেলে এবং মেয়ে উভয়েই যদি জগতিকতার পরিবর্তে ধর্মকে অগ্রগন্য করে আর পারস্পারিক সম্পর্কও অটুট ওঅক্ষুন্ন রাখে তবে তারা বলতে পারে, আমরা নিষ্ঠার সাথে ধর্মীয় শিক্ষার অনুসরণ করে আমাদের সম্পর্ক অটুট এবং অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করি, তবে স্পেশাল আখ্যায়িত হবে। তাদের মাঝে যদি সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য ধারণের বৈশিষ্ট্য অন্যদের তুলনায় বেশি থাকে, ঝগড়া-বিবাদ এবং ফিৎনা-ফ্যাসাদকে এড়িয়ে চলে, বরং মীমাংসাকারী হয় তবে তারা স্পেশাল। তবলীগের ময়দানে সর্বাগ্রে থেকে যদি এ দায়িত্ব পালন করে তবে তারা স্পেশাল হবে। খিলাফতের আনুগত্য এবং তাঁর সিদ্ধান্ত শিরোধার্য করার ক্ষেত্রে যদি প্রথম সারিতে থাকে তবে স্পেশাল। অন্যদের তুলনায় যদি বেশি পরিশ্রমী এবং ত্যাগী হয়ে থাকে তবে অবশ্যই তারা স্পেশাল। বিনয় এবং নিঃস্বার্থ হওয়ার ক্ষেত্রে যদি সবচেয়ে অগ্রগামী থাকে, অহংকারের প্রতি ঘৃণা ও এর বিরুদ্ধে জিহাদ করে তবে তারা ভীষণভাবে স্পেশাল। এম.টি.এ-এর অনুষ্ঠান থেকে দিক-নির্দেশনা লাভের জন্য যদি আমার সবগুলো খুতবা শুনে এবং আমার প্রতিটি অনুষ্ঠান দেখে তবে অবশ্যই তারা স্পেশাল হবে। এ সব বিষয় এবং আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে সে সমস্ত বিষয় পছন্দনীয় তার সবই যদি সম্পাদন করে আর যে সব বিষয় আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে ঘৃণ্য সেগুলো থেকে বিরত থাকে তবে তারা শুধু স্পেশালই নন বরং ভীষণভাবে স্পেশাল। অন্যথায় আপনাদের এবং অন্যদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। পিতামাতাকেও এ কথাগুলো স্মরণ রাখা উচিত এবং এরই আলোকে নিজেদের সন্তানের তরবিয়্যত করা উচিত। কেননা, যদি এসব বৈশিষ্ট্য থাকে তবে আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে বর্তমান পৃথিবীতে বিপ্লব আনয়নের মাধ্যম হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। আর যদি এরূপ না হয় এবং এ কারণে বিশ্ববাসী আপনাকে অনুসরণ না করে তবে স্পেশাল তো দূরের কথা, নিজ অঙ্গীকার ভঙ্গ করায় এবং বিশ্বস্ততার উদ্দীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত না হওয়ার ফলে আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে বেঈমান ও অঙ্গীকার ভঙ্গকারী হিসেবে সাব্যস্ত হবে। অতএব, তরবিয়্যতের বয়স অতিবাহিত করার সময় এ দায়িত্ব পিতামাতার ওপর বর্তায় যে, তারা যেন তাদের সন্তানকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে স্পেশাল বানান। আর বড় হয়ে এসব ওয়াকফে নও নিজেরই যেন স্পেশাল হওয়ার এ মার্গে উপনীত হয়। যেভাবে আমি বলেছি, নিজেদের জাগতিক শিক্ষা অর্জনের যুগে বিভিন্ন ধাপে নিজেই সিদ্ধান্ত না নিয়ে জামাতকে জিজ্ঞেস করুন, আমরা কোন পথ অবলম্বন করব? ইতিপূর্বেও আমি বলেছি, পথ অবলম্বনের ক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফে নও ছেলেরা যেন জামেয়ায় গিয়ে মুরুব্বী ও মুবাল্লিগ হওয়াকে সর্বাগ্রে প্রাধান্য দেয়। এখন এর অনেক প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে জামাত পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করছে। শুধু সেই সব দেশেই নতুন জামাত প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না যেখানে জামাত দীর্ঘকাল থেকে প্রতিষ্ঠিত, বরং খোদা তা'লা জামাতকে নতুন নতুন দেশ দান করছেন এবং সেখানে জামাত প্রতিষ্ঠিতও হচ্ছে। পৃথিবীর প্রতিটি দেশে আমাদের অগণিত মুরুব্বী ও মুবাল্লিগের প্রয়োজন। এরপর আমাদের হাসপাতালের জন্য ডাক্তারের প্রয়োজন, পাকিস্তানের রাবওয়াতে বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের প্রয়োজন। কাদিয়ানের হাসপাতালে ডাক্তার প্রয়োজন। এখান থেকে সব দেশে যেতে না পারলেও সারা পৃথিবীর আহমদীরা আমার খুতবা শুনছে, স্ব-স্ব দেশের ওয়াক্‌ফে নওরা যেন এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের ক্ষেত্রে আমাদের অনেক বড় শূন্যতা রয়েছে। আফ্রিকাতে ডাক্তার প্রয়োজন। সব বিভাগেরই ডাক্তারের প্রয়োজন। গুয়েতামালায় বড় হাসপাতাল নির্মিত হচ্ছে, সেখানে কানাডা থেকেও যেতে পারে। এখানে ডাক্তারের প্রয়োজন

রয়েছে। এ চাহিদা ভবিষ্যতে আরো বৃদ্ধি পাবে। ইন্দোনেশিয়ায় প্রয়োজন রয়েছে। জামাতের প্রসার এবং বিস্তারের সাথে সাথে এ চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকবে, তাই স্পেশালাইজেশন করে, এসব দেশ থেকে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করে এবং অভিজ্ঞতা লাভের পর যে সব ওয়াক্‌ফে নও ছেলেমেয়ে ডাক্তারী পড়ছে তাদের এগিয়ে আসতে হবে। আর যেসব দেশে যাওয়ার সুবিধা রয়েছে সেখানে যাওয়া উচিত। সেবার উদ্দেশ্যে নিজেকে নিবেদন করলে জামাত তাকে পাঠিয়ে দিবে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন স্কুলের জন্য শিক্ষক প্রয়োজন। ডাক্তার এবং শিক্ষক হিসেবে ছেলে-মেয়ে উভয়ই কাজ করতে পারে। কাজেই এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করুন। কিছু সংখ্যক স্থপতি ও প্রকৌশলীর প্রয়োজন, যারা নির্মাণ ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা রাখে, যাতে করে বিভিন্ন মসজিদ, মিশন হাউজ, স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদির নির্মাণ কাজের সঠিক তত্ত্বাবধান এবং পরিকল্পনা করে জামাতী অর্থ সাশ্রয় করা যায়, অল্প খরচে অধিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা যায়। এছাড়া প্যারা-মেডিক্স ষ্টাফের প্রয়োজন রয়েছে, এ ক্ষেত্রেও আসা উচিত। এই হল কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ যে সব ক্ষেত্রে আপাতত জামাতের (জনবল) প্রয়োজন রয়েছে। ভবিষ্যতে অবস্থা অনুসারে চাহিদা পরিবর্তিত হতে থাকবে। কতক ওয়াক্‌ফে নও কোন কোন বিষয়ের প্রতি বিশেষ আকর্ষন রাখে আর তারা যখন আমাকে জিজ্ঞেস করে তখন তাদের বিশেষ আগ্রহ দেখে সে সব বিষয়ে পড়ার অনুমতিও দিয়ে দেই। কিন্তু এখানে আমি ছাত্র-ছাত্রীদের এটিও বলব যে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণার জন্যেও যাওয়া উচিত। ওয়াক্‌ফে নও এবং অন্য সাধারণ ছাত্ররাও এতে অন্তর্ভুক্ত। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণার ক্ষেত্রে যদি আমাদের ভালো ভালো বিজ্ঞানী হয়ে যায় তবে ভবিষ্যতে যেখানে ধর্মীয় জ্ঞানের শিক্ষক আহমদী হবে এবং জগদ্বাসী ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আপনাদের মুখাপেক্ষী হবে সেখানে জাগতিক জ্ঞানের শিক্ষকও আহমদী মুসলমান হবেন এবং বিশ্ববাসী তাদের মুখাপেক্ষী হবে। এমন পরিস্থিতিতে ওয়াক্‌ফে নও-রা জাগতিক কাজ করবে এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের লক্ষ্য হবে, এসব জ্ঞান এবং কাজের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রমাণ করা এবং তাঁর ধর্মের প্রসার ঘটানো। একইভাবে ওয়াক্‌ফে নও-রা অন্যান্য বিভাগেও যেতে পারে, কিন্তু মূল এ উদ্দেশ্য সম্পর্কে সবার জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয় যে, আমি একজন ওয়াক্‌ফে যিন্দেগী আর যে কোন সময় জাগতিক কার্যকলাপ ছেড়ে দিয়ে ধর্মের প্রয়োজনে আত্মনিয়োগ করতে বলা হলে কোন প্রকার অজুহাত না দেখিয়ে, কোন বাহানা না করে আমি চলে আসব। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা সকল ওয়াক্‌ফে নও-এর স্মরণ রাখা উচিত আর তা হল, তাদেরকে জাগতিক কাজ করার অনুমতি দেয়া হয় কিন্তু জাগতিক এ কার্যকলাপ তাদের যেন আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত এবং ধর্মীয় জ্ঞানার্জন ও ধর্মের সেবা থেকে দূরে ঠেলে না দেয় বরং এ সব ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মান অর্জনের চেষ্টা যেন তাদের নিকট অগ্রগণ্য হয়। কুরআনের তফসীর এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক-পুস্তিকা পাঠ করা সকল ওয়াক্‌ফে নও-এর জন্য আবশ্যক। ওয়াক্‌ফে নও বিভাগ সম্ভবতঃ ২১ বছর বয়স সীমা পর্যন্ত পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করেছে যা বিদ্যমান রয়েছে। এরপর আপনারা নিজেরাই আপনাদের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করুন, এটি আবশ্যক। পিতামাতার উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই, তারা তাদের সন্তানকে মৌখিকভাবে যতই তরবিয়্যত করুন না কেন, এর কোন প্রভাব পরবে না, যতক্ষণ না নিজের কথা ও কর্মকে সে অনুসারে সম্পাদন করবেন। পিতামাতার নামাযের অবস্থা অনুকরণীয় হতে হবে। কুরআন পাঠের ক্ষেত্রে নিজের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। উন্নত চরিত্রের আদর্শ হতে হবে। ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের প্রতি নিজেদেরকেও মনোযোগী হতে হবে। মিথ্যার

প্রতি ঘৃণা পোষণের উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। কেউ যদি কোন পদাধিকারীর পক্ষ থেকে কোন কষ্ট পেয়েও থাকে তথাপি বাড়িতে নেযাম অথবা ওহ্‌দেদার বা পদাধিকারীর ব্যক্তিবর্গের সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এম.টি.এ-তে অন্তত আমার খুতবা নিয়মিত শুনতে হবে। এ সব কথা শুধু ওয়াক্‌ফে নও সন্তানদের পিতামাতার জন্যই প্রযোজ্য নয় বরং এমন সকল আহমদী যারা চায়, তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন নেযামে জামাতের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, তাদের উচিত তারা যেন তাদের বাড়িকে আহমদী বাড়ি বানান আর দুনিয়ার কীটদের বাড়ি না বানান। বস্তুজগতের পিছনে ছুটতে গিয়ে আহমদীয়াত থেকে শুধু দূরেই যাবে না বরং আল্লাহ্ তা'লার সাথেও দূরত্ব সৃষ্টি হবে এবং নিজেদের ইহজগত ও পরজগতকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবে।

আমার দোয়া থাকবে, সকল ওয়াক্‌ফে নও ছেলেমেয়ে যেন শুধু আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যভাজন এবং তাকওয়ার পথে বিচরণকারীই না হয় বরং তাদের আত্মীয়-স্বজনের কর্মকান্ডও যেন তাদেরকে সকল প্রকার দুর্নাম থেকে রক্ষা করার কারণ হয়। বরং সব আহমদীই যেন তেমনই খাঁটি আহমদী হয়ে যায় যেমনটি হওয়ার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে বারবার নসীহত করেছেন। যাতে করে আমরা দ্রুততম সময়ে বিশ্বের বুকে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের পতাকা উড্ডীন দেখতে পাই।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে আমাদের নসীহত করতে গিয়ে বলেন, 'মানুষ দু'একটি কাজ করে ধরে নেয়, আল্লাহ্‌কে আমি সন্তুষ্ট করে ফেলেছি, যদিও এটি সঠিক ধারণা নয়। তিনি বলেন, আনুগত্য অনেক কঠিন একটি বিষয়। সাহাবা (রা.)-এর আনুগত্যই সত্যিকার আনুগত্য ছিল, যার দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে। তিনি বলেন, আনুগত্য করা কি সহজ বিষয়? যে ব্যক্তি শতভাগ আনুগত্য করে না সে জামাতকে বদনাম করে। শুধু একটি নির্দেশই দেয়া হয় না বরং অনেক নির্দেশ দেয়া হয়, যেভাবে বেহেশ্‌তের অনেকগুলো দরজা রয়েছে, কেউ একটি দিয়ে প্রবেশ করে আবার কেউ অন্যটি দিয়ে। অনুরূপভাবে, জাহান্নামেরও অনেকগুলো দরজা রয়েছে। এমন যেন না হয় যে, তোমরা জাহান্নামের একটি দরজা বন্ধ করে অন্যটিকে খোলা রাখ। তিনি আরও বলেন, বয়আত করার পর মানুষকে শুধু এটি মানলেই চলবে না যে, এ জামাত সত্য আর এতটুকু মানলেই সে কল্যাণমন্ডিত হবে। সৎকর্ম না করে শুধু মেনে নিলেই আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন না। এ জামাতে যখন প্রবেশ করেছ তখন চেষ্টা কর পূণ্যবান হওয়ার, মুত্তাকী হওয়ার, সকল প্রকার পাপ থেকে আত্মরক্ষা করার, কোমল ভাষায় কথা বলার, ইস্তেগফারকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করার এবং নামাযে নিবিষ্টচিত্তে দোয়া করার।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এসব নসীহত মেনে চলার তৌফিক দান করুন। আমরা এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও যেন পুণ্য ও তাক্‌ওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হই আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মিশনকে সফল করে তুলি, আমিন।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।